Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 68 - 76
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আঞ্চলিক কবিতা : এক আন্তঃনিরীক্ষণ

গুহিরাম কিস্কু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
ঘাটাল পাশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: gkisku@grsm.ac.in

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Vernacular, Vernacular Poetry, Borderline, Compositional Techniques, Narrative, Postmodern Theory, Literary Resources.

Abstract
While the vernacular comes up easily in fiction and drama, it is rare in poetry. Different dialects have been recognized in the Bengali language based on the regional variation. Regardless of the significance of these regional dialects in linguistic analysis, the general common name is vernacular. Poetry written in these regional languages is generally recognized as regional poetry or Ancholik kobita. Maybe because of globalization regional poetry is getting a place. Many poets are now consciously trying to write regional poetry in the regional language by mastering the structure of the poetry from the stylistic aspect. In terms of subject matter, regional poetry has become very rich. If we have to draw a line of practice of regional poetry, it can be said that in the middle of the 20th century, in 1951, Bhavatosh Shatpathi's first regional poem 'Gramer Dak' was published. However, some poets used vernacular in their writings before Bhavatosh Shatapathi. In this context, we have to talk about Pallikobi Jasimuddin or Tarashankar Bandyopadhyay. Most vernacular poetry is characterized by a sense of narrative and an attempt to portray an image. Some critics think that postmodernism is an attempt to bridge or match the ancient tradition with the recent era. If judged from this point, then the touch of ancient traditions can be noticed in the regional poems.

Discussion

বাংলা কবির সংখ্যা অগণিত। কবিতা নিয়েও প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু আঞ্চলিক কাব্য-কবিতা নিয়ে সেরকম চোখে পড়ে না। কথাসাহিত্য ও নাটকে আঞ্চলিক ভাষা উঠে এলেও কবিতার ক্ষেত্রে তা বিরল।

আসলে আঞ্চলিক কবিতা লেখার সাহস কিংবা ক্ষমতা সবার নেই। বর্তমান প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই আঞ্চলিক কবিদের অন্তর্দৃষ্টির সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মেলানোর চেষ্টা করেছি মাত্র।

বাংলা ভাষার বৃহৎ পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে অঞ্চলভেদে ভাষার যে রূপভেদ, এর উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে আঞ্চলিক উপভাষাগুলির মোটামুটি একটা সীমারেখা টানা হয়েছে। এই পাঁচটি উপভাষা আসলে পাঁচটি আঞ্চলিক উপভাষা। ভাষাতত্ত্বের নিয়মে এই আঞ্চলিক উপভাষাগুলির সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, এর সাধারণ প্রচলিত নাম হল আঞ্চলিক ভাষা। এবং এইসব ভাষায় রচিত কবিতাই সাধারণত আঞ্চলিক কবিতা হিসাবে স্বীকৃত। পাঁচটি আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে রাঢ়ীও একটি উপভাষা কিন্তু সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার জন্য মান্য বাংলাভাষা হিসাবে এটি জায়গা করে নিয়েছে। তবে ভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয় আপেক্ষিক, এবং শ্রেণীগত নয় মাত্রাগত। কারণ হচ্ছে কোন উপভাষা স্বতন্ত্র হয়েও মাত্রাগত জায়গা থেকে যখন সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং যখন তার ভাষা সম্প্রদায়ের পরিধিও বেড়ে যায় তখন সেই উপভাষা কিন্তু ভাষার স্বীকৃতি পেতে পারে।

সম্প্রতি রাজবংশীরা রাজবংশী ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ইতিমধ্যে আওয়াজ তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই দাবি সমর্থন জানিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে রাজবংশী আকাদেমি গঠনও করা হয়ে গেছে। আবার এদিকে কুড়মি ভাষাকেও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। কুড়মি ভাষা হল আসলে আমাদের বাংলা ভাষারই ঝাড়খণ্ডী উপভাষা। ঝাড়খন্ডের রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে টি.আর.এল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কুড়মালি বা কুড়মি ভাষা পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গেও কুড়মি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়ে গেছে। যাইহোক পাহাড় থেকে জঙ্গল, জঙ্গল থেকে সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চল এবং ওপার বাংলার বঙ্গালী উপভাষায় প্রচুর কাব্য-কবিতা লেখালেখি হচ্ছে।

এক সময় কাব্য কবিতার যে শক্তি ছিল, বিশ্বায়নের বাজারে তা অনেকটা দুর্বল হয়েছে। তবে একথা ঠিক বিশ্বায়নের কারণেই হয়তো আঞ্চলিক কবিতা একটা জায়গা করে নিতে পারছে। আঙ্গিকগত দিক দিয়ে কবিতার যে গঠনকৌশল, সেই গঠনকৌশল আয়ত্ত করে আঞ্চলিক ভাষায় এখন অনেকেই সচেতনভাবে আঞ্চলিক কবিতা লেখার চেষ্টা করছেন। বিষয় ভাবনার দিক থেকেও আঞ্চলিক কবিতা অনেকটা সমৃদ্ধ হয়ে আসছে।

আঞ্চলিক কবিতার সূত্রপাত নিয়ে কথা বললে, হয়তো বিতর্ক তৈরি হবে। তবে আঞ্চলিক কবিতা চর্চার যদি একটা সীমারেখা টানতে হয়, তাহলে বলা যায় বিশ শতকের মাঝামাঝি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে ভবতোষ শতপথী'র প্রথম আঞ্চলিক কবিতা 'গ্রামের ডাক' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত ভবতোষ বাবুর হাত ধরেই আঞ্চলিক কবিতার পথ চলা মসৃণ হয়েছিল। অবশ্য ভবতোষ শতপথীর আগে বিভিন্ন লেখকের লেখালেখিতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবন ও সংলাপকে তুলে ধরতে গিয়ে কিছুকিছু আঞ্চলিক কথা হয়তো ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কথা বলতে হয়।

তবে আঞ্চলিকতার ব্যাপক প্রয়োগ কিন্তু প্রথম দেখা যাচ্ছে ভবতোষ বাবুর কবিতাতেই। তিনি সচেতনভাবে আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করে আঞ্চলিক কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর হাত ধরে অনেকেই অগ্রসর হয়েছেন এই পথে। পাহাড় থেকে জঙ্গল, এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে আঞ্চলিক কবিদের দীর্ঘ তালিকা করা যেতে পারে। দেবব্রত সিংহ তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থে মোট ১১৩জন আঞ্চলিক কবির কবিতা সঙ্কলিত আছে। তালিকাক্রমটি হল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্দিন, মণীশ ঘটক, কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন, চন্দ্রমোহন বর্মন, কিরীটি ভূষণ পাৎসা, সুবোধ বসু রায়, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভবতোষ শতপথী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সৈয়দ শামসুল হক, শঙ্খ ঘোষ, অরুণকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত সিংহ, নন্দদুলাল আচার্য, তারাশংকর চক্রবর্তী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রত চক্রবর্তী, মল্লিকা সেনগুপ্ত, পিনাকী ঠাকুর, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অজিত বাইরী, তানিল পাত্র, কানাইলাল খাঁ, সমীর চট্টোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দত্ত, মনোরঞ্জন খাঁড়া, সলিল বেজ, সন্তোষ সিংহ, নিখিলেশ রায়, কমলেশ সরকার, গোপাল কুম্ভকার, মাহামুদ কয়াল, বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস, মানিক চন্দ্র দাস, কৃত্তিবাস

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কর্মকার, কল্যাণ দে, গৌরীশংকর দাস, ছত্রমোহন মাহাত, দেবাশিস সরখেল, প্রভাত মিত্র, নুরুল আমিন বিশ্বাস, মনোজকুমার সিংহ, যুগলকিশোর মাহাত, সাগর চক্রবর্তী, সুকুমার চৌধুরী, সাধন চন্দ্র নস্কর, নরেন্দ্রনাথ সাহা, শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, রুদ্র পতি, কালীপদ মণি, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য দেবনাথ, সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মিশ্র, বিজয়কুমার দাস, বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, ভাস্কর বাগচি, হাজারিপ্রসাদ রাজোয়াড়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ প্রামাণিক, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, দশরথ সিং সর্দ্দার, কীরিটি মাহাতো, সনৎকুমার নস্কর, পলাশ হালদার, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, অশোক মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিক সেন, কৌশিক বর্মন, স্বরাজ বসু, নয়ন রায়, বর্ষাত মিত্র, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, বেণু দেবী, নিত্যানন্দ মাহাত, সনাতন মাজী, শঙ্কর চৌধুরী, প্রদীপ বাউরী, পার্থসারথি মহাপাত্র, সুনীতি গাঁতাইত, মুজিবর আনসারী, তরুণকুমার সরখেল, রঞ্জিতকুমার সরকার, চণ্ডীচরণ দাস, মহাবীর নন্দী, কানাইলাল দরিপা, প্রিয়ব্রত দাস, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মাহাতো, নির্মল আচার্য, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, যাদব দত্ত, শক্তি সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন চৌধুরী, সুভাষ দত্ত, সূরয হেমব্রম, মেহেদী হাসান তামিম, শ্রাবণী আহমেদ, সামসুল হুদা মুস্তফা, জেরিন মোসফেকা রহমান, আলেয়া শারমিন (আলো), খালেদা আক্তার খানম রিনু, ফারহানা নীলা, মধুমিতা সম্পা, লাকি তাহমিনা, নীল হালদার, আফজাল এইচ খান, সুরভী হাসনীন, মুনিরুল ইসলাম চঞ্চল।

কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য থেকে শুরু করে আঙ্গীক গঠনের বৈচিত্র্যও লক্ষ করা যায়। ভবতোষ শতপথী 'লোককবি' হিসেবে পরিচিত তাঁর অন্যতম সৃষ্টি 'শিরি চুনারাম মাহাতো' এছাড়াও 'জল পড়ছে', 'ঢ্যামনা মঙ্গল', 'অরণ্যের কাব্য', 'জুমড়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর আঞ্চলিক কবিতা ঝাড়খণ্ডের রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় রয়েছে। এবং মেদিনীপুর অটোনমাস কলেজ, বাংলা বিভাগে তাঁর লেখা কাব্য কবিতা অন্তর্ভুক্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যেতে পারে ভবতোষ শতপথীকে। যে সময় ভবতোষ শতপথী আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন সে সময় এত পাঠক ছিল না। আঞ্চলিক কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে মনের জোর এবং যে সাহস দরকার ছিল সেই সাহস কিন্তু দেখিয়েছেন ভবতোষ শতপথী। তাঁর দেখানো পথ দিয়ে অনেক কবি আঞ্চলিক ভাষায় এখন কবিতা লিখছেন। ভবতোষ শতপথী জঙ্গল মহহলের রুক্ষ-সূক্ষ্ম পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন, যারজন্য ঝাড়খন্ডী উপভাষাটা তাঁর যথেষ্ট দখলে ছিল। চরম দারিদ্রতার মধ্যদিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। পরিবারের প্রতি ন্যূনতম সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, বলা যেতে পারে নিজের পরিবারকে অবহেলা করে জঙ্গলমহলের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মিশে তিনি তাদের দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত জীবন থেকে তাঁর কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তবে অবাক লাগে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কবিতা লেখার পর তাঁর প্রথম কাব্য 'অরন্যের কাব্য' প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৮৮ সালে। প্রকাশের সাথে সাথে যথেষ্ঠ সাড়া পড়েছিল কবিতার জগতে। বাংলা কবিতার গতানুগতিক ধারা থেকে একটু ভিন্ন স্বাদ এবং ভিন্ন রসের রসদ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন এবং ফলে পাঠকদের দৃষ্টি অনেকটাই ফেরাতে পেরেছিলেন। তার সেই বিখ্যাত কবিতা 'শিরি চুনারাম মাহাতো' বিভিন্ন মঞ্চে আবৃত্তি করা হয়েছিল। কবিতার মধ্যদিয়ে চুনারাম-এর দারিদ্র্য, দুঃখ-যন্ত্রণা, হাহুতাশ-হতাশা এবং বঞ্চনার কথা একেবারে ভেতর থেকে তুলে এনেছেন কবি -

> "পেটে দানা নায়ঁ, ফিছায় টেনা নাঁয়, তভুঅ ফি বছর
> অদের ভাগ ধান মাপ্যেয়েঁ দিয়েঁছি হুজ্যুর্!
> এক পাইঅ বাকি রাখি নায়!
> হামকে রসিদঅ দেয় নায়, খাতায় উআশীলঅ করে নায়!
> শুধা মিছায় চ্যার বছরের বাকি দেখায়
> লালিশ ঠুক্যেয়েঁ দিয়েঁছে কোউটে।
> কাজ কামহ্যাঁয় করেয়েঁ হ্যাজরান্ দিছি –
> আর হাইরান হচ্ছি ডেড় - দুবছর হল্যঅ।
> হ্যামার উকিল - মুক্তার কেউ নায়ঁ হুজ্যুর!
> কুথা পাব দু-তিন কুড়ি টাকা, যে উকিল মুক্তার লাগাব?

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খাঁঠি বিচার কর হুজ্যুর ! লেজ্জ্য বিচার কর!"[১]

ভবতোষ শতপথীর আর একটি কবিতায় নগর সভ্যতার প্রসার কিভাবে গ্রামকে ধ্বংস করছে, সেই চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। শিল্প বনাম প্রকৃতির দ্বন্দ্বে প্রকৃতির হয়ে তিনি সওয়াল করেছেন। প্রকৃতির স্বাভাবিকতা যে নষ্ট হচ্ছে শিল্প–কলকারখানা গড়ে ওঠার কারণে, ব্যথিত কবি সেই ভাবনাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তার 'লাচ বাঁদরী লাচ' কবিতার মধ্য দিয়ে।

কবি পূর্ণেন্দু পত্রীও তাঁর অসংখ্য কবিতাতে শহর সভ্যতার জটিল জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। পাড়াগেঁয়ে সরল মানুষদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে শহুরে মানুষেরা প্রতারণা করে তা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় -

"বাবুমশাইরা,
লোকে বলেছিল, ভালুকের নাচ দেখালে
আপনারা নাকি পয়সা দেন।
যখন যেমন বললেন, নেচে নেচে হদ্দ।
পয়সা দিবেননি?
লোকে বলেছিল, ভানুমতির খেল দেখালে
আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
নিজের করাতে নিজেকে দুখান করে
আবার জুড়ে দেখালুম,
আকাশ থেকে সোনালি পাখির ডিম পেড়ে
আপনাদের ভেজে খাওয়ালুম গরম ওমলেট
বাঁজা গাছে বানিয়ে দিলুম ফুলের ঘুঙুর।
সোনার ম্যাডেল দিবেননি?"[২]

সাম্প্রতিক আঞ্চলিক কবিতার জগতে দেবব্রত সিংহ অন্যতম। আঞ্চলিক ভাষায় তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন; এখনো লিখছেন। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে তিনি তাঁর কবিতায় রূপ দেন। একসময় জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের দাপাদাপিতে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, সেই পেক্ষাপটও স্পষ্ট হয়েছে তাঁর 'স্বাধীনতা' নামক এক কবিতায়। তাঁর অনেক কবিতা আমরা পাই, যেমন - 'সতী', 'যিখানে মাটি লালে লাল', 'রুখে দাঁড়া', 'দুর্গা', 'শিকড়', 'দ্রোহ কথা' ইত্যাদি। তাঁর বেশিরভাগ কবিতায় অঞ্চলের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, তাদের হৃদয়ের কথা, তাদের আবেগের কথা, তাদের বঞ্চনার কথা ফুটে উঠেছে -

"শুকনা কথার লেকচার দিয়ে
আমাদিকে আখনো ভিখারী করে রাখ্যেছে।
বাবুরা কিন্তক ঠিক আছে
যখেন যার রাজত্ব তখেন তার লেতা
ভোট আল্যে ঠিক সমতে ভোল পাল্টাবেক
ক্যানে আমরা কি কেউ লই?
আমাদের পঞ্চাতের টাকা খাইয়ে বাবুরা পেট ফুলাবেক
কুড়ি বিঘার থাকে চল্লিশ বিঘা জমি বাড়াবেক
দালানবাড়ি মটরগাড়ি করবেক
আর আমরা..."[৩]

কবিতা সাধারণত যে তিন রীতির ছন্দকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, এই সব আঞ্চলিক কবিততেও কিন্তু এই তিন ছন্দ-রীতির নিখুঁত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ হিসাবে তারাশঙ্কর চক্রবর্তীর একটি কবিতার অংশ উল্লেখ করা যায় –

"রাবন কাটা দেখতে যাব
বিষ্টফুরের বাজারে -
ধামসা ধিতাং কুড়ুর কুড়ুর
তাং কুড়াকুড় বাজারে"[৪]

মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে আঞ্চলিক কবিতাগুলিতে। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় পাই -

"বাঁশগাছের কচিপাতায় জল পড়ে টুপ টুপ
বাঁশের পরাণ গেল ভিজি
মেঘের উপরে মেঘ গর্জিছে বর্ষিছে
বাজিছে পারুল বনে বাঁশি।"[৫]

অক্ষরবৃত্তেরও এমন অনেক উদাহরণ আছে। জসীম উদ্দীনের একটি কবিতা –

"হলুদ মাখিয়া কন্যা নামে যমুনায়,
অঙ্গ হলুদ হইয়া জলে ভাইসা যায়।
ডুবাইয়া দেহ জলে থাকে চুপ করে,
জল ছুঁড়ে মারে কভু আকাশের পরে।"[৬]

শুধু যে ছন্দ-মাত্রা-লয়ের মধ্যে আঞ্চলিক কবিতাগুলি সীমাবদ্ধ, তাই নয়। আধুনিক কবিতার অন্যান্য অনেক গুণও ধরা পড়েছে। আত্মবিরোধ ও ছন্নছাড়া বা গৃহহারা মনোভাবের প্রভাব যে আধুনিক কবিতার অন্যতম লক্ষন, আঞ্চলিক কবিতাতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। অরুনকুমার চক্রবর্তীর কবিতায় পাই -

"বাবুসাহাব, ইত্তো মানুষ কেনে মারিলি পরাণে
কেনে সিফটি দিস্ নাই বাপ্ আঁন্ধার খাদানে
বিজুলি পারা ট্যাকা দিকাস, লিব্-অ নাই হে লিব্-অ
মরদগুলান ফিরাইন্ দে -
গাইব-অ নাই ঝুমুর ভাদু, মরদগুলান ফিরাইন দে
ধামসা মাদল কাঁইদছে বাপ্
মরদগুলান ফিরাইন্ দে -"[৭]

আঞ্চলিক কবিতার মধ্যদিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মদত এবং সংক্ষুব্ধ মানুষদের সংগ্রামী চেতনা কিংবা ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। -

"সুনকহি গুণধাম মুনসীর খিলে এক গ্রাম
আছিলেক গিরির নিকট। ...
কুকির সঙ্গে সর্ত করি ব্রহ্ম অস্ত্র কান্দে করি
চলি যায় ভৈরব মারিতে।
শ্রীপঞ্চমীর দিনে পূজা করে সর্বজনে
এহার বৃথান্ত না জানয়।
মন রঙ্গে পূজা করে হেনকালে রিয়াঙ্গেরে
দেখি লোক প্রাণ লই ধায়।।"[৮]

জীবন সম্পর্কে তীব্র অনিশ্চয়তাবোধ এবং পাশাপাশি ক্লান্তি, শূন্যতাবোধ ও মৃত্যুচেতনার প্রভাবও আঞ্চলিক কবিতায় লক্ষ করা যায়। জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই -

"কোলের সন্তান বেইচ্যা বুকের দুধের সঙ্গে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুদ্ধ করে মা।
গলায় গামছা দিয়া ভিক্ মাঙে
কইন্যার বাপ্।
বেকার পোলার দল নাম লেখায় ডাকাতির দলে,
জাইনা-শুইন্যা বিষ খায়। গতর বেইচ্যা খায়
নিষিদ্ধ পৃথিবীর জায়া-জননীরা।
ডাইনী ছাপ্পা মাইরা এ দ্যাশের মানুষেরা
আজো করে খুন। দুথ খায় গনেশ ঠাউর।
বইন্যে খরা তো আছেই। আর আছে সরকারী ধাপ্পা বেজায়...
প্রাণ যায়, প্রচারের ঘায়;
খানেখারাপের বেটা মোটাসোটা ভোটবাবু যতো
জীবনে বিষায়ে দ্যায়;"[৯]

আঞ্চলিক কবিতায় রোমান্টিক প্রেমের কথা আছে, বিরহ জ্বালা-যন্ত্রণার কথাও ফুটে উঠেছে। সৈয়দ শামসুল হকের এক কবিতায় তারই রোমান্টিক চিত্রকল্প ধরা পড়েছে। সৈয়দ শামসুল হক-এর কবিতায় পাই -

"আমি কার কাছে গিয়া জিগামু সে দুঃখ দ্যায় ক্যান,
ক্যান এত তপ্ত কথা কয়, ক্যান পাশ ফিরা শোয়,
ঘরের বিছন নিয়া ক্যান অন্য ধান খ্যাত রোয়?
অথচ বিয়ার আগে আমি তার আছিলাম ধ্যান।
... ...
মানুষ এমন ভাবে বদলায়া যায়, ক্যান যায়?
পুন্নিমার চান হয় অমাবস্যা কীভাবে আবার?
সাধের পিনিস ক্যান রংচটা রদ্দুরে শুকায় ?
সিন্দুরমতির মেলা হয় ক্যান বিরান পাথার?
মানুষ এমন তয়, একবার পাইবার পর
নিতান্ত মাটির মনে হয় তার সোনার মোহর।।"[১০]

ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, প্রকৃতিচেতনা, মানবতাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে আঞ্চলিক কবিতায়। সৈয়দ শামসুল হক-এর একটি কবিতা 'পরাণের গহীন ভিতর'। এই দীর্ঘ কবিতায় আমরা দেখতে পাই -

"আন্ধার তোরঙ্গে তুমি সারাদিন কর কী তালাশ?
মেঘের ভিতর তুমি দ্যাখ কোন পাখির চক্কর?
এমন সরল পথ তবু ক্যান পাথরে টক্কর?
সোনার সংসার থুয়া পাথারের পরে কর বাস?
কী কামে তোমার মন লাগে না এ বাণিজ্যের হাটে?
তোমার সাক্ষাৎ পাই যেইখানে দারুণ বিরান,
ছায়া দিয়া ঘেরা আছে পরিস্কার তোমার উঠান
অথচ বেবাক দেখি শোয়া আছে মরনের খাটে।"[১১]

আঞ্চলিক কবিতা এখন বিভিন্নভাবে চর্চা হচ্ছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে 'আঞ্চলিক বাংলা কবিতা' নামে দু-একটা ফেসবুক পেজ দেখা যায়, অসংখ্য ই-ওয়ালও চোখে পড়ে। সেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক কবিতা পোস্ট করা হচ্ছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাইহোক, আঞ্চলিক কবিতাকে কেউকেউ গাছের শিকড়ের সাথে তুলনা করেছেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে শিকড়কে অবহেলা করে গাছ বাঁচবে কি করে? এই বাস্তব সত্যের কথাও এক আঞ্চলিক কবির কবিতাতেও ধরা পড়েছে –

> "মাস্টর বললেক, পলাশ ফুলের গাছটা না হয় বুঝলম
> গাছের তলায় মাটির ভিতরে
> তুই ই সব আঁকিবুকি কি আঁকলি?'
> বললম, উগুলা শিকড় বঠে হে মাস্টর
> চিনতে লারছ,
> তুমি শিকড় চিনতে লারছ!
> মাস্টর তখন ঝোলা উবুড় করে
> যত ছবি সব দিলেক ঢাল্যে,
> দেখলম কতরকমের সব গাছের ছবি
> তার একটাতেও শিকড় নাই,
> আমি অবাক,
> বললম, হে মাস্টর,
> ই গুলা কি গাছ বঠে হে-?
> ...   .
> মাস্টর কোনো রা নাই কাড়লেক
> আমার আঁকা ছবির দিকে ভালতে ভালতে
> একটা কথা শুদালেক,
> 'তুই গাছের সঙ্গে শিকড় কেনে আঁকলি?
> বললম, ই বাবা, বড় আশ্চয্যি শুনালে বঠে
> গাছ আছে শিকড় নাই
> ই কখনঅ হয় নাকি?
> তুমি বলঅ,
> শিকড় ছাড়া কি গাছ বাঁচে?"[১২]

আঞ্চলিক কবিতাগুলিতে প্রকৃতি চেতনার অভাব নেই। জীবনদর্শনের অনুভূতিও প্রতিফলিত হয়েছে কিছুকিছু কবিতায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাই -

> "কালো যদি মন্দ তবে কেস পাকিলে কাঁদ কেন?
> কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?
> হাসিস না লো কালীমুখী - আর হাসিস না,
> লাজে মরি গলায় দড়ি - লাজ বাসিস না?"[১৩]

কবিতার ক্ষেত্রেও একটা শব্দ শোনা যায় পোস্টমডার্ন চেতনা। এই পোস্টমডার্ন চেতনার পরিভাষা হিসাবে বাংলা কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিক অধুনান্তিক আধুনিক-উত্তর ইত্যাদি শব্দের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করেন এই ধারনাটি মর্ডানিটি বা মর্ডানিজম বিবর্তনের মধ্যদিয়ে পোস্ট মর্ডানিজম-এর উদ্ভব হয়েছে। পোস্টমর্ডানিজম ধারার যে কবিতা, তাতে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করে- গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন এবং রিভ্যুলেশান বা পুনঃমূল্যায়ন অর্থাৎ ভারতীয় ঐতিহ্য বিশ্বায়নের আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করে রচিত হচ্ছে অধুনান্তিক কবিতা। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই উত্তরাধুনিক তত্ত্বে বলেছেন, আসলে পোস্টমডার্ন বা উত্তরাধুনিকতা কবিতা হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রত্যাবর্তন। অবশ্য এই নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকেই একথা স্বীকার করেন যে, এদেশীয় উত্তর-আধুনিকতা এবং ইউরোপীয় পোস্টমডার্ন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 68 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক। যাইহোক, আসলে উত্তরাধুনিকতা হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুগের সেতুবন্ধন বা মেলবন্ধনের চেষ্টা। আঞ্চলিক কবিতাগুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পাই –

"কইলকাত্তার পথে ঘাটে সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না
কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যি কালের মজা পুকুর
শ্যাওলা পচা ভাসে"[১৪]

তাই পোস্টমর্ডানিজমকে খুঁজতে হবে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির শিকড়ের মধ্যেই। পোস্টমডার্নিজম ভাবনায় অন্যান্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, তারমধ্যে অন্যতম হল ভাষার অনির্দিষ্টতা। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধুনান্তিক কবিরা সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বাঁধা থাকেন না। ভাষার শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সাধু-চলিত, মান্য কিংবা আঞ্চলিকতা – এই সবের বাছবিচার তাঁরা করেন না। যদি তাই হয় কিছুকিছু আঞ্চলিক কবিতাকে অধুনাতিক কবিতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতেই হবে। তবে পোস্টমর্ডানিজম-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য কিন্তু ধরা পড়ে সাম্প্রতিক কিছু কবিতায় -

"ধরে এনে থার্ড ডিগ্রি দিলেই পেট থেকে গলগল করে বেরোবে জাহাজ!
এ-শালা সহজে মুখ খুলবে না, এককালে সরকারি খোচর ছিল ব্যাটা
এখন সুপারি কিলার হয়ে বিদ্যুতের নলি কেটে গাঁ-গঞ্জ ভাসায়
ঠ্যাঙ বেঁধে টাঙিয়ে দে, পোঁদে হুড়কো কর, ... "[১৫]

ওপার বাংলার এক কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় ধরা পড়েছে -

“হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমুন
আলগা আলগা লাগে, গাঢ়া আবরের সুনসান
আন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিন বান্ধা পাও।”[১৬]

বেশিরভাগ আঞ্চলিক কবিতার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ করা যায়, সেটি হল কাহিনিধর্মিতা। কবিতার মধ্যদিয়ে একটা চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক কবিতা পড়লে দেখা যায়, অনেক কবিই আঞ্চলিক ভাষাকে আয়ত্ত না করেই আঞ্চলিক কবিতা লেখায় উদ্যোগী হয়েছেন, ফলে অকারণ কৃত্রিমতা সৃষ্ট করে ভাষার সাবলীলতা কখনো কখনো নষ্ট হয়েছে।

আপাতত এইসব কবিতাকে আঞ্চলিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও, এগুলি বাংলা ভাষারই সম্পদ। এবং ভবিষ্যতে ‘আঞ্চলিক’ অভিধা মুছে গিয়ে বাংলা কবিতাভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দলিল হয়ে থাকবে।

Reference:

১. সিংহ, দেবব্রত (সম্পা.), বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংগ্রহ, শিরি চুনারাম মাহাত, দে বুক স্টোর, কল-৭৩, পৃ. ৭২
২. তদেব, পৃ. ৭৯
৩. তদেব, পৃ. ৯৪
৪. চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর (সম্পা.), জঙ্গলমহলের কবিতা, টামাক তুমদাঃ বাজায় দে, ছায়া পাবলিকেশন, কল-৭৩, ২০১৭, পৃ. ২৪১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ, আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, বাঁশি, মহাদিগন্ত পাবলিশার্স, কল-১১৪, ২০১৪, পৃ. ৯৪

৬. উদ্দীন, জসীম, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সোনার বরনী কন্যা, দে'জ পাবলিশিং , কল-৭৩, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১০৯
৭. ভট্টাচার্য, প্রীতম (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, ঘরের মানুষ ফিরাইন্ দে বাপ, নির্মল বুক এজেন্সি, কল-৯১, ২০১২, পৃ. ৬২
৮. শরীফ, আহমদ (সম্পা.),'পুথি পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৮৫
৯ পূর্বোক্ত, সূত্র: ১, পৃ. ২৪২
১০. তদেব, পৃ. ৮১
১১. হক, সৈয়দ শামসুল, কবিতার আকাশ https://kobitarakash.blogspot.com/2018/08/blog-post_694.html তারিখ: ৩০/০৯/২০২৩
১২. পূর্বোক্ত, সূত্র:১, পৃ. ১২২
১৩. তদেব, পৃ. ১২২
১৪. দাশ, উত্তম (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, কইলকাত্তায়, মহাদিগন্ত পাবলিশার্স, কল-১১৪, ২০১৪, পৃ. ২৯
১৫. রায়চৌধুরী, মলয়, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা-২, জেরা, আবিষ্কার পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০, ২০২২, পৃ. ১৭১
১৬. পূর্বোক্ত, সূত্র: ১৪, পৃ. ১২৫